রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩/৫ ফাল্গুন, ১৪১৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩/৫ ফাল্গুন, ১৪১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১৩ সনের ০১ নং আইন

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৪) এর পর নিম্নরূপ দফা (৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(৪ক) "আমানত সুরক্ষা তহবিল" অর্থ ধারা ২৬খ এর অধীন গঠিত আমানত সুরক্ষা তহবিল;";

মূল্য ঃ টাকা ১৬.০০

(খ) দফা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৫) "উপ-আইন" অর্থ সমবায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে উহার সাংগঠনিক ও আর্থিক কার্যাবলী পরিচালনার জন্য প্রণীত গঠনতন্ত্র এবং উহার সংশোধনীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;";

(গ) দফা (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৬) "কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক" অর্থ ধারা ৮(১)(খ) এর শর্তাংশে উল্লিখিত কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক;";

(ঘ) দফা (৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৮) "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক" অর্থ ধারা ৮(১)(ক) এর শর্তাংশে উল্লিখিত সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক;";

(ঙ) দফা (১০) এর পর নিম্নরূপ দফা (১০ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(১০ক) "দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতি" অর্থ ধারা ৮(১)(চ) এ উল্লিখিত দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতি;";

(চ) দফা (১১) এ উল্লিখিত "অধিদপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তা" শব্দগুলির পরিবর্তে "এই আইনের ধারা ৬এ উল্লিখিত নিবন্ধক ও মহাপরিচালক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ছ) দফা (১৭) এর পর নিম্নরূপ দফা (১৭ক) ও (১৭খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(১৭ক) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৭খ) "বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক" এই আইনের অধীন নিবন্ধিত বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক, যাহার মূল উদ্দেশ্য হইবে সমবায় সমিতিসমূহ ও সমবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ প্রদানের জন্য তহবিল গঠন;";

(জ) দফা (২০) এর পর নিম্নরূপ দফা (২০ক), (২০খ) ও (২০গ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(২০ক) "সঞ্চয় আমানত" অর্থ সমবায় সমিতির প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক নিবন্ধনকালীন বা পরবর্তীতে সমিতিতে জমাকৃত অর্থ;

(২০খ) "সদস্য" অর্থ কোন সমবায় সমিতির শেয়ার হোল্ডার সদস্য;

(২০গ) "সদস্যের অধিকার" অর্থে সমিতির কোন বৈধ সভায় অংশগ্রহণ, ভোট প্রদান, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, ঋণ প্রাপ্তি অথবা এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত সুযোগকে বুঝাইবে;";

(ঝ) দফা (২১) এর পর নিম্নরূপ দফা (২২) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(২২) "শেয়ারের বাজার মূল্য" অর্থ শেয়ারের নির্ধারিত মূল্য অথবা, ক্ষেত্রমত, শেয়ারের পুনঃনির্ধারিত মূল্য।"।

৩। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৩ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৩। **সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে কতিপয় আইনের প্রয়োগ নিষিদ্ধ**।—সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) প্রযোজ্য হইবে না।"।

৪। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপান্তটীকার "নিবন্ধক" শব্দের পর "ও মহাপরিচালক" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) অধিদপ্তরের একজন নিবন্ধক থাকিবেন, যিনি মহাপরিচালক নামেও অভিহিত হইবেন।"।

৫। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর "কর্মচারীকে" শব্দের পর "বা সরকারি কোন কর্মকর্তাকে বা সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোন সমবায় সমিতিকে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৬। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর শর্তাংশের "জমি বন্ধকী ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (খ) এর শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক নামক প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক নামে অভিহিত হইবে;";

(গ) দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ), (ঙ) ও (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঘ) জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন অর্থাৎ এমন একটি সমবায় সমিতি, যাহার সদস্য হইবে ইউনিয়ন, জেলা, বিভাগ ও দেশব্যাপী কর্ম এলাকা বিশিষ্ট প্রাথমিক সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও জাতীয় সমবায় সমিতি;

(ঙ) দফা (ঘ) এর অধীন গঠিত জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন উহার সদস্য সমিতির সহায়ক হিসাবে কাজ করিবে এবং উহার কার্যাবলি ও ব্যবস্থাপনা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

(চ) দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতি অর্থাৎ গ্রাম পর্যায়ে নির্ধারিত গঠিত কমপক্ষে ১০ (দশ) টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির সমন্বয়ে উপজেলা বা থানা পর্যায়ে গঠিত উপজেলা বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিমিটেডকে বুঝাইবে।"।

৭। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৯ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৯। **নিবন্ধন ব্যতীত সমবায় শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ, ইত্যাদি**।—(১) এই আইনের অধীন সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত না হইলে কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিসংঘ, সংগঠন বা সমিতি উহার নামের অংশ হিসাবে সমবায় বা Co-operative শব্দ ব্যবহার করিবে না।

(২) সমিতির নিবন্ধিত নাম ব্যতীত সমিতির সাইন বোর্ড, বিল বোর্ড বা প্রচারপত্রে অন্য কোন নাম বা শব্দ ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) নিবন্ধিত বা নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত কোন সমবায় সমিতির নামের সাথে কমার্স, ব্যাংক, ইনভেস্টমেন্ট, কমার্শিয়াল ব্যাংক, লীজিং, ফাইনান্সিং বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা যাইবে না এবং কোন সমবায় সমিতি এইরূপ শব্দযুক্ত নামে ইতোমধ্যে নিবন্ধিত হইয়া থাকিলে এই বিধান কার্যকর হইবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উহার নাম সংশোধন করিয়া নিবন্ধককে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি এই ধারার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ড বা অনূ্যন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৮। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) এর "অবিলম্বে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইয়া দিবেন ঃ" শব্দগুলি ও কোলন এর পরিবর্তে "৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইয়া দিবেন।" সংখ্যা, শব্দগুলি, বন্ধনী ও দাঁড়ি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং শর্তাংশ বিলুপ্ত হইবে।

৯। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময় সীমার মধ্যে প্রস্তাবিত সংশোধন বা পুনঃপ্রণীত উপ-আইন অনুমোদন করা না হইলে উহার কারণ উল্লেখ করিয়া ৬০ (ষাট) কার্য দিবসের মধ্যে নিবন্ধক আবেদনকারী সমিতিকে লিখিতভাবে জানাইয়া দিবেন।";

(খ) পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (১ক) ও (১খ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(১ক) যদি কোন সমবায় সমিতির উপ-আইন বা উহার অংশ বিশেষ এই আইনের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ হয় বা অর্থ সরবরাহকারী সংস্থা উহার সদস্য সমিতিকে উহার উপ-আইন সংশোধনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপ-আইন সংশোধন করিতে বাধ্য থাকিবে এবং এই ক্ষেত্রে উপ-আইন সংশোধনের জন্য সাধারণ সভার অনুমোদনের প্রয়োজন হইবে না।

(১খ) উপ-ধারা (১ক) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতি উহার উপ-আইন সংশোধনে ব্যর্থ হইলে, নিবন্ধক উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর উক্ত সমিতির উপ-আইন সংশোধন করিয়া সমিতিকে অবহিত করিবেন।"।

১০। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) কোন সমবায় সমিতির নিবন্ধনকালে উহার প্রত্যেক সদস্যকে অন্ততঃ একটি শেয়ার অভিহিত মূল্যে (face value) ক্রয় করিতে হইবে এবং পরবর্তী সময়ে নতুন সদস্যপদ লাভের জন্য বা কোন সদস্য কর্তৃক অতিরিক্ত শেয়ার ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অথবা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধক কর্তৃক নির্ধারিত শেয়ারের বাজার মূল্য (market value) সমিতিকে প্রদান করিতে হইবে, যাহা সমিতির নিজস্ব মূলধন হিসেবে পরিগণিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার ব্যতীত, কোন সদস্য বা, ক্ষেত্রমত, সমিতি কোন সমবায় সমিতির মোট শেয়ার মূলধনের এক পঞ্চমাংশের অধিক শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবে না।"।

১১। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) প্রত্যেক সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা উহার নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সমিতির আবেদনের প্রেক্ষিতে নিবন্ধক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্তরূপ সময়ের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে নিবন্ধক উক্ত সময়সীমা সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।"ঃ

(খ) উপ-ধারা (৬) এর "অযোগ্য বলিয়া নিবন্ধক আদেশ দিতে পারিবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "অযোগ্য হইবেন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশের দফা (খ) এর "ব্যবস্থাপনা কমিটির একতৃতীয়াংশের সদস্য মনোনয়ন করিবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ সদস্য ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে মনোনয়ন প্রদান করিবেন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) কোন সমবায় সমিতি নিবন্ধনকালে নিবন্ধক কর্তৃক অনুমোদিত প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ হইবে ২(দুই) বৎসর এবং এই মেয়াদের মধ্যে অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করিয়া নিয়মিত কমিটি গঠন করিবে।";

(গ) উপ-ধারা (৫) এর "৯০ (নব্বই) দিনের জন্য" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "১২০ (একশত বিশ) দিনের জন্য" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৮) এর "দু'টি" শব্দ ও চিহ্নের পরিবর্তে "তিনটি" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (২) এর—

(ক) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(খ) তিনি উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বৎসর যাবৎ অব্যাহতভাবে সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য না থাকেন এবং উক্ত ৩ (তিন) বৎসরে অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক সমিতির অন্যূন দু'টি বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত না থাকেন;";

(খ) দফা (ঘ) এর প্রান্তস্থিত "দাঁড়ি" এর পরিবর্তে "; অথবা" সেমিকোলন ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ দফা (ঙ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঙ) ঋণ খেলাপী, সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ), অডিট সেস বা অন্য কোন সরকারি পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হন।"।

১৪। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ২০ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"২০। **শূন্য পদ পূরণ।**—(১) ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্য পদ শূন্য হইলে অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য ধারা ১৯ এর বিধান অনুযায়ী যোগ্য কোন সদস্যকে উক্ত পদ শূন্য হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি কো-অপ্ট করিবে।

(২) কোন সমবায় সমিতির নির্বাচনে কোরাম সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত না হইলে বিদ্যমান কমিটি সম্ভব হইলে উহার মেয়াদের মধ্যে বা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধক কর্তৃক গঠিত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত নির্বাচনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির শূন্য পদসমূহে নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শূন্য পদে নির্বাচন করা না হইলে বা নির্বাচনের মাধ্যমে কোরাম সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত না হইলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল হইবে এবং এইক্ষেত্রে সমিতির কার্যক্রম নির্বাহ ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে।"।

১৫। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"২১। **সমবায় সমিতির কার্যাবলী পরিচালনার জন্য সরকারি কর্মকর্তা এবং কর্মচারী প্রেষণে নিয়োগ।**—(১) যে সকল সমিতিতে সরকারের শেয়ার, ঋণ বা উক্ত সমিতির গৃহীত ঋণের ব্যাপারে সরকারের গ্যারান্টি রহিয়াছে সে সকল সমিতিতে সরকার, নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, কোন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তাকে উহার নির্বাহের জন্য প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কোন সমবায় সমিতির আবেদনক্রমে নিবন্ধক, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সমিতির কার্যাবলী নির্বাহের জন্য প্রেষণে নিয়োগ করিতে পারিবেন।"।

১৬। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ২২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২২ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "বহিস্কারের উদ্দেশ্যে" শব্দগুলির পর "আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন এবং শুনানীঅন্তে সন্তুষ্ট না হইলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৬) এর "ধারা ৫৪" শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে "ধারা ৫২" শব্দ ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৭) এর "যে কোন ব্যক্তি বা সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৯০ (নব্বই) দিনের জন্য" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে "ধারা ১৯ এর বিধান অনুযায়ী যোগ্য কোন সদস্য বা সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ১২০ (একশত বিশ) দিনের জন্য" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীন গঠিত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবে এবং নির্বাচিত কমিটির নিকট অবিলম্বে দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে।";

(ঙ) উপ-ধারা (৯) এর "নতুন" শব্দের পর "১২০ (একশত বিশ) দিনের জন্য" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১৭। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"**২৩। সমবায় সমিতির ঠিকানা।**—উপ-আইনে পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখসহ প্রত্যেক সমবায় সমিতির একটি কার্যালয় থাকিবে এবং উক্ত ঠিকানায় সকল নোটিশ প্রেরণসহ সব ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করা হইবে।"।

১৮। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের নূতন ধারা ২৩ক ও ২৩খ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২৩ক ও ২৩খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"২৩ক। **সমবায় সমিতির শাখা অফিস খোলা এবং উহার নামের সহিত ব্যাংক শব্দ ব্যবহারের উপর বাধা নিষেধ।**—(১) কোন সমবায় সমিতি উহার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন শাখা অফিস খুলিতে পারিবে না, তবে এই বিধান কার্যকর হইবার পূর্বে কোন অনুমোদিত শাখা অফিস থাকিলে, উহা এই বিধান কার্যকর হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল সমিতির সাথে একীভূত হইবে অথবা সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির আবেদনক্রমে উক্ত শাখা অফিস প্রাথমিক সমবায় সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত হইতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীন নিবন্ধিত সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রিয় সমবায় ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ব্যতীত কোন প্রাথমিক সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা জাতীয় সমবায় সমিতি উহার নামের সহিত ব্যাংক শব্দ ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে কোন সমবায় সমিতি এইরূপ শব্দযুক্ত নামে নিবন্ধিত হইয়া থাকিলে এই বিধান কার্যকর হইবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উহার নাম সংশোধন করিয়া নিবন্ধককে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) কোন ব্যক্তি এই ধারার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

"২৩খ। **বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতীত সমবায় সমিতি কর্তৃক ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনার উপর বাধা নিষেধ।**—(১) কোন সমবায় সমিতি বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

১৯। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ব্যতীত কোন সমবায় সমিতি উহার সদস্য ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ বা ঋণ প্রদান করিতে পারিবে না।";

(খ) উপ-ধারা (২) এর "উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে," শব্দগুলি, চিহ্ন, বন্ধনী ও সংখ্যা বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) বিলুপ্ত হইবে।

২০। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের নূতন ধারা ২৬খ এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ক এর পর নিম্নরূপ ধারা ২৬খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"২৬খ। **আমানত সুরক্ষা তহবিল।**—(১) আমানতকারী কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের সুরক্ষার জন্য নিবন্ধক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আমানত সুরক্ষা তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং সঞ্চয় আমানত গ্রহণকারী সমিতি নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ উক্ত তহবিলে জমা রাখিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) আমানত সুরক্ষা তহবিলের অর্থ নিবন্ধক ও সংশ্লিষ্ট সমিতির যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন করা যাইবে।"।

২১। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ২৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"২৯। **Act IX of 1908 এর সীমিত প্রয়োগ।**—Limitation Act, 1908 (Act No. IX of 1908) এ ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন,—

(ক) কোন সদস্য বা সাবেক সদস্য বা বহিস্কৃত সদস্যের নিকট সমিতির কোন পাওনা থাকিলে উহা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবদ্দশায় তাহার বিরুদ্ধে বা তাহার মৃত্যুর পর তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে যে কোন সময় মামলা রুজু করা যাইবে; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট সদস্যের মনোনীত ব্যক্তি বা তাহার উত্তরাধিকার না থাকিলে তাহার মৃত্যুর তারিখ হইতে বা বহিস্কার আদেশের তারিখ হইতে উক্ত Act এ বর্ণিত তামাদি মেয়াদ গণনা করিতে হইবে।"।

২২। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর—

(ক) দফা (ক) এর "আর্থিক প্রতিষ্ঠানে" শব্দগুলির পর "বা নির্ধারিত অন্য কোন সমবায় ব্যাংকে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) দফা (খ) এর "উদ্বৃত্ত থাকিলে" শব্দগুলির পর ",সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে," কমাগুলি ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৩। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "বা সুদ" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(আ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "জমি বন্ধকী ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ই) দফা (গ) এ উল্লিখিত "১%" সংখ্যা ও চিহ্নের পরিবর্তে "২%" সংখ্যা ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঈ) দফা (ঙ) এ উল্লিখিত "বা সুদ" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর "তফসিলী ব্যাংকে" শব্দগুলির পর "বা নির্ধারিত অন্য কোন ব্যাংকে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৪। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৩৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৮ এর উপান্তটীকাসহ তিন স্থানে উল্লিখিত "সুদ" শব্দটির পরিবর্তে প্রত্যেক স্থানে "মুনাফা" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৫। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৪১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪১ এ উল্লিখিত "বা সুদ" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে এবং "নিকট" শব্দটির পর "পরিশোধ" শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে।

২৬। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৪২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর দফা (খ) এর উপ-দফা (অ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (অ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(অ) বাজার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রচলিত বিধান মোতাবেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং উহা নিবন্ধককে অবহিত করিবে, ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক বাজার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন উপস্থাপিত হইলে নিবন্ধক কর্তৃক উহা নিষ্পত্তি হইবে এবং নিবন্ধকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হইবে।"।

২৭। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৪৭ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৪৭। **দোষত্রুটি সংশোধন।**—(১) নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রাথমিক সমবায় সমিতি ৬০ (ষাট) দিন এবং অন্যান্য সমবায় সমিতি ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে উক্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত দোষত্রুটি ও অনিয়মসমূহ সংশোধন করিবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিবন্ধককে অবহিত করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লিখিত দোষত্রুটি ও অনিয়মসমূহ সংশোধন না করিলে নিবন্ধক ধারা ২২ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।"।

২৮। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৫০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) ও (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঙ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রার্থীতা বাতিলের বিষয়ে সংক্ষুব্ধ কোনো সদস্য এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরে নির্বাচনের ফলাফলে সংক্ষুব্ধ কোনো প্রার্থী;

(চ) কোনো সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে সমিতির কোনো আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ কোনো সদস্য।";

(গ) উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এর "১ (এক) বৎসরের" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "১৮০ (একশত আশি) দিনের" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এর "নিবন্ধক কর্তৃক" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

২৯। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৫৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫৩ এর—

(ক) দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(গ) উক্ত সমিতির পর পর দুটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হয় বা পর পর দুটি সাধারণ সভায় কোরাম না হয়";

(খ) দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(চ) সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন বা সঞ্চয় আমানত নির্ধারিত পরিমাণের কম হইয়া যায়;";

(গ) দফা (ছ) এর শর্তাংশের "সমিতির নিবন্ধন সরাসরি বাতিল করিতে পারেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "সমিতিকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদানপূর্বক নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩০। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৫৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(১ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সমবায় সমিতির দায়-দেনা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া না গেলে উহা কোন কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা জাতীয় সমবায় সমিতির সদস্য হইলে, অবসায়ক সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা জাতীয় সমবায় সমিতি হইতে উহার সম্পদ ও দায়-দেনা এর তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন।"।

(খ) উপ-ধারা (২) এর দফা (জ) এর শেষে অবস্থিত "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে, দফা (ঝ) এর প্রান্তস্থিত " ।" দাঁড়ি এর পরিবর্তে ";" সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ দফা (ঞ), (ট), (ঠ), (ড), (ঢ), (ণ) ও (ত) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(ঞ) সমবায় সমিতির দখলে থাকা কোন সম্পদ অথবা সম্পত্তি, নিবন্ধকের অনুমোদনক্রমে, বিক্রয় করিতে পারিবেন;

(ট) সমিতির সংশ্লিষ্ট ঋণ বিতরণকারী কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি অথবা জাতীয় সমবায় সমিতিতে উক্ত সমিতির জমাকৃত শেয়ার, সঞ্চয়, বন্ধকী সম্পত্তি বা অন্য কোন আমানত হইতে পাওনা ঋণ সমন্বয় করার পরও যদি ঋণ পাওনা থাকে সেক্ষেত্রে অবসায়ক উক্ত ঋণ আদায়পূর্বক সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় অথবা জাতীয় সমবায় সমিতিকে পরিশোধ করিবেন;

(ঠ) ঋণ আদায় না হইলে অনাদায়ী ঋণকে কুঋণ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া উহা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি অথবা জাতীয় সমবায় সমিতির কুঋণ তহবিলের সাথে সমন্বয় করিতে হইবে এবং এইরূপ সমন্বয়ের পরও ঋণ পাওনা থাকিলে অবসায়ক পাওনা ঋণের তালিকা চূড়ান্ত করিবে;

(ড) অবসায়ক কর্তৃক পাওনা ঋণের চূড়ান্ত তালিকা পাওয়ার পর নিবন্ধক পাওনা ঋণের তালিকা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি অথবা জাতীয় সমবায় সমিতিকে ঋণ আদায়ের নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত আদেশ পালন ব্যতীত সংশ্লিষ্ট সমিতির অন্যান্য কার্যাদি বন্ধ থাকিবে এবং এই ক্ষেত্রে নিবন্ধক পাওনা ঋণের চূড়ান্ত তালিকা মোতাবেক সমুদয় ঋণ আদায়ের পর সমবায় সমিতির বিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন;

(ঢ) কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও জাতীয় সমবায় সমিতির কোন সদস্য সমবায় সমিতি অবসায়নে ন্যস্ত হইলে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির সকল পাওনা অবসায়কের নিকট প্রদান করার জন্য কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও জাতীয় সমবায় সমিতির দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব এবং সভাপতি বাধ্য থাকিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে যে কোন অসহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে অবসায়কের সুপারিশের প্রেক্ষিতে নিবন্ধক মামলা দায়েরসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিতে পারিবেন, তবে অবসায়কের যে কোন ধরনের অসহযোগিতা সরকারি কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হিসেবে গণ্য করা হইবে;

(ণ) অবসায়নে ন্যস্ত সমবায় সমিতির সদস্যদের দায় এর তালিকা অবসায়ক চূড়ান্ত করার পর নিবন্ধক উহা অনুমোদন করিবেন এবং উক্ত তালিকা মোতাবেক ঋণ আদায়ে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা জাতীয় সমবায় সমিতি বাধ্য থাকিবে, তবে নিবন্ধক এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমিতিকে ঋণ আদায় করার নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত আদেশ পালন ব্যতীত সমিতির অন্যান্য কার্যাদি বন্ধ থাকিবে এবং এই ক্ষেত্রে ৬ (ছয়) বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সমিতির নিবন্ধন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে;

(ত) অবসায়ন কার্যে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি বা জাতীয় সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি কিংবা নির্বাহী কর্তৃপক্ষ অবসায়ককে অসহযোগিতা করিলে, নিবন্ধক ধারা ৮৪ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি কিংবা নির্বাহী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।"।

৩১। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৫৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫৮ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং উক্তরূপ সংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল হইলেও বাতিলকৃত সমবায় সমিতির সদস্যের নিকট সরকারি পাওনা থাকিলে ঋণ প্রদানকারী সংস্থার কর্তৃপক্ষ অবসায়কের প্রতিবেদন মোতাবেক সরকারি পাওনা হিসাবে আদায় করিতে পারিবে।"।

৩২। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের একাদশ অধ্যায় এর শিরোনাম এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের একাদশ অধ্যায় এর শিরোনামে উল্লিখিত "জমি বন্ধকী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংক" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "সমাবয় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৩। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৫৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫৯ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "জমি বন্ধকী ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "কোন জমি বন্ধকী ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "কোন সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "সুদ" শব্দটির পরিবর্তে "মুনাফা" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৪। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৬০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "জমি বন্ধকী ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক অনুমতি দিতে ইচ্ছুক হইলে উক্ত ব্যাংক যে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সদস্য উহার অনুমতি বা যে অর্থ সরবরাহকারী সংস্থার নিকট প্রথমোক্ত ব্যাংকের দেনা আছে উহার পূর্বানুমতি গ্রহণ করিবে।"।

৩৫। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৬১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬১ এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইনে উল্লিখিত "জমি বন্ধকি ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৬। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৬২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬২ এর তৃতীয় লাইনে উল্লিখিত "সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংক" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৭। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৬৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৪ এর প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "জমি বন্ধকী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংক" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৮। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৬৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৬ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাংক" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (গ) এর শেষে উল্লিখিত "সুদ" শব্দটির পরিবর্তে "মুনাফা" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৯। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৬৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৮ এর প্রথমতঃ প্যারার প্রথম লাইনে উল্লিখিত "জমি বন্ধকী ব্যাংক" শব্দগুলি পরিবর্তে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪০। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৭১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭১ এর উপান্তটীকাসহ দ্বিতীয় লাইনে দুইবার উল্লিখিত "জমি বন্ধকী ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে উভয় স্থানে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪১। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৭৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭৩ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "জমি বন্ধকী ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪২। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৭৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭৪ এর উপ-ধারা (১) এর দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "জমি বন্ধকী ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৩। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৭৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭৫ এর উপান্তটীকায় উল্লিখিত "জমি বন্ধকী ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের" শব্দগুলি, দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "জমি বন্ধকী ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৪। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৭৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭৬ এর উপান্তটীকাসহ দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইনে দুইবার উল্লিখিত "জমি বন্ধকী ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে উভয় স্থানে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৫। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৭৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭৭ এর তৃতীয় লাইনে উল্লিখিত "জমি বন্ধকী ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৬। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৭৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৭৮ এর উপান্তটীকায় উল্লিখিত "জমি বন্ধকী ব্যাংকের" শব্দগুলির পরিবর্তে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংকের" শব্দগুলি ও দ্বিতীয় লাইনে উল্লিখিত "জমি বন্ধকী ব্যাংক" শব্দগুলির পরিবর্তে "সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৭। **২০০১ সনের ৪৭ নং আইনের ধারা ৮৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর "ক্ষতিপূরণ" শব্দের পর "১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর "৩ (তিন) বৎসর" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "৭ (সাত) বৎসর" সংখ্যা, শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
সচিব।

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd